ইউনিট ২ চারুকলা (ব্যবহারিক)

ভূমিকা

চারুকলায় তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান অপরিহার্য। চারুকলায় মূলত ব্যবহারিক গুণাগুনের উপরই মান নির্ভর করে। ব্যবহারিক পাঠ শুরুর আগে এর উপকরণের প্রয়োজন। সঠিক উপকরণই সঠিক মান নির্ণয়ে সহায়ক। এ অধ্যায়ে চিত্রকলার উপকরণের পরিচিতি দেয়া হল।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে ছয়টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছেঃ

পাঠ- ২.১: ছবি আঁকার উপকরণ

পাঠ- ২.২: খেয়াল খুশী মতো ছবি আঁকা

পাঠ- ২.৩: বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি আঁকা

পাঠ- ২.৪: মুক্তহস্তে অংকনঃ ফুল, লতা, পাতা, মাছ, পাখি, রেখা ও রঙের মাধ্যমে অঙ্কন

পাঠ- ২.৫: সরল রেখা, বক্ররেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদির সাহায্যে নক্সা অংকন

পাঠ- ২.৬: সুন্দর হাতের লেখা

পাঠ ২.১ ছবি আঁকার উপকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছবি আঁকার জন্য কি কি উপকরণ ব্যবহার ও সংগ্রহ করতে হয় তার তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন;
- বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি আঁকার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ছবি আঁকার জন্য রঙ ব্যবহারের কলাকৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

উপকরণ

সাধারণভাবে আঁকার উপকরণ- কাগজ, পেন্সিল, কলম, কালি, জলরঙ, পোস্টার, প্যাস্টেল, রঙ পেন্সিল, ক্রেয়ন, মার্কিং কলম, কাঠ কয়লা, বিভিন্ন তুলি, তেল রঙ, ক্যানভাস ইত্যাদি। এছাড়া আরো কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন। যেমন- ইজেল, টেবিল, হার্ডবোর্ড, ক্লিপ, আঠা, তিষির তেল, তারপিন তেল, চাকু, ব্লেড, কাঁচি, রাবার, এরকম আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। তবে আঁকার জন্য এতকিছু এক সাথে যোগাড় করার প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকার জন্য পৃথক পৃথক উপকরণের প্রয়োজন হয়।

পেন্সিল

পেন্সিলের আকা ছবি

ছবি আঁকার জন্য বিশেষ ধরনের পেন্সিল ব্যবহার করা হয়। সাধারণ লেখার পেন্সিল থেকে ছবি আঁকার পেন্সিল একটু আলাদা। ছবি আঁকার পেন্সিলে নম্বর দেয়া থাকে। HB শক্ত পেন্সিল, 2B একটু নরম। 4B আরো বেশি নরম। এমনি করে 6B, 8B সবচে বেশি নরম পেন্সিল। ছবি আঁকার জন্য নরম পেন্সিল বেশি ব্যবহার করা হয়। এইরূপ বিভিন্ন মাত্রার নরম পেন্সিল দিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ সাদা-কালো ছবি আঁকা সম্ভব।

চিত্র ৯: পেন্সিলে আঁকা ছবি (সাদা কালো) (মাল্টি কালার পরিশিষ্ট ‘ক’ তে দ্রষ্টব্য)

কালি-কলমে আঁকা ছবি

কালি-কলম

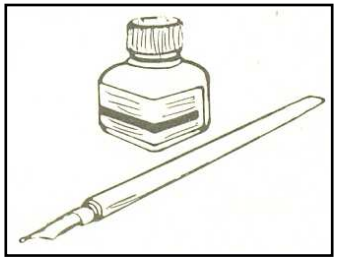

পেন্সিলের মতো কালি ও কলমে (Pen and Ink) একটি সুন্দর ছবি আঁকা যায়। ছবি আঁকার জন্য 'চাইনিজ ইঙ্ক' নামে এক প্রকার গাঢ় কাল কালি ব্যবহার করা হয়। চীন দেশে এই কালি প্রথম ব্যবহৃত হয়। তাই একে 'চাইনিজ ইঙ্ক' বলা হয়। চীন দেশের ছবিতে আজও কালো রঙের আধিক্য সে কথাই স্মরণ করে দেয়। এই ছবি আঁকার জন্য বিশেষ ধরনের কলমের নিব ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও ঝরনা কলমে সাধারণ কালি ভরে ছবি আঁকা যায়। নানা রঙ এর কালিতেও ছবি আঁকা যায়। সাইনিং পেন, মার্কিং পেন দিয়ে আজকাল ছোট মনিরা ছবি আঁকে। বাঁশের কঞ্চি বা খাগের নিব দিয়েও ছবি আঁকা যায়।

চিত্র ১০ ঃ কালি কলমে আঁকা ছবি (সাদা কালো)

তুলিতে আঁকা ছবি

তুলি

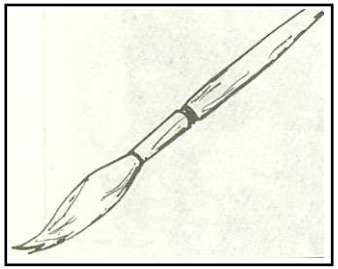

ছবি আঁকার উপকরণের মধ্যে তুলি সবচে বেশি পরিচিত। বিভিন্ন রকম কাগজ, বোর্ড, ক্যানভাসের প্রয়োজনে নানা রকম তুলি ব্যবহৃত হয়। জল রং এর জন্য বিশেষ ধরনের তুলি। ক্যানভাস ও বোর্ড এর জন্য অন্য ধরনের তুলি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া শিল্পীর কাজের ধরণ, আঁকার পরিমাণ ও রং এর ভিন্নতার জন্য নানা রকম তুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জল রঙের ০০ নং থেকে শুরু করে ১২ নং পর্যন্ত তুলি পাওয়া যায়। ০০ নং সবচেয়ে সরু। ১২ নং সবচেয়ে মোটা। তেল রঙের জন্য একটু শক্ত ও চেপ্টা তুলি পাওয়া যায়। রঙের প্রকার ভেদের জন্য তুলিরও তারতম্য ঘটে।

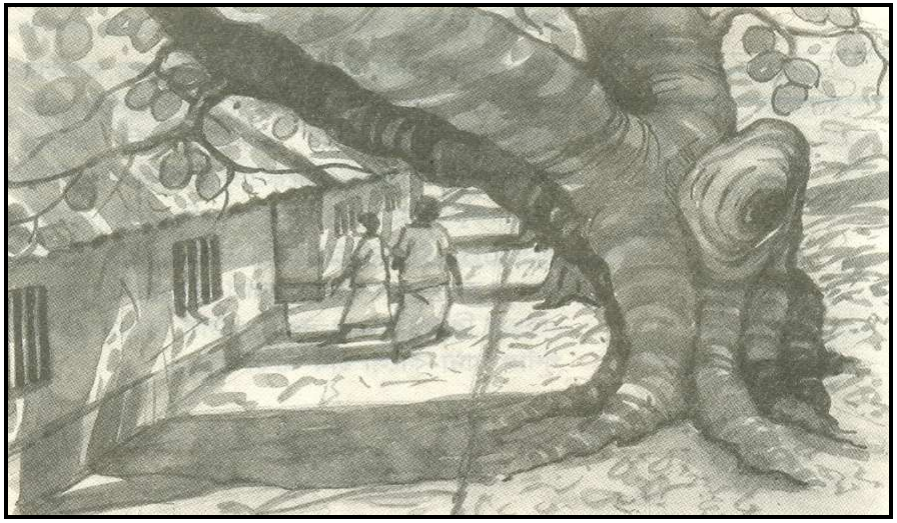

চিত্র ১১: তুলিতে আঁকা ছবি (সাদা কালো) (মাল্টি কালার পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য)

বোর্ড, ক্লীপ ও ইজেল এ তিনটি উপকরণ ছবি আঁকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। বোর্ডে কাগজ রেখে স্কীপ দিয়ে আটকিয়ে ছকি আঁকা সুবিধা। শিল্পীর সুবিধা অনুযায়ী কাগজের অনুপাতে বোর্ড তৈরি করে নিতে হয়। বিশেষ করে হার্ডবোর্ডের মসৃণ(চষধরহ) পিঠ ব্যবহা করা হয়। কিন্তু তেল রঙের ছবি আঁকতে ইজেলের অবশ্য প্রয়োজন হয়। ইজেল সাধারণত ভাল কাঠ দিয়ে তৈরি হয়।

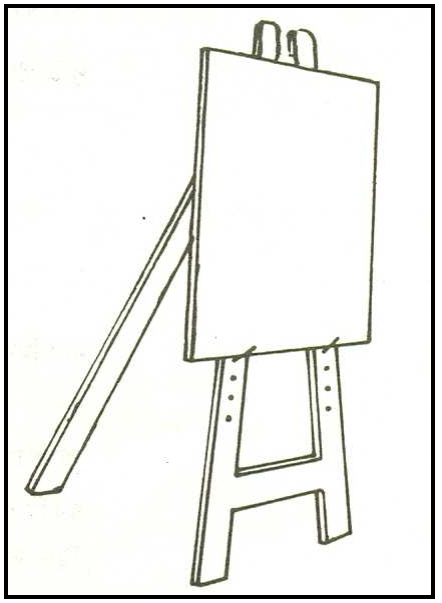

চিত্র ১২ ঃ ইজেলের ছবি (সাদা কালো)

রঙ

যদিও কালি-কলম, পেন্সিলে ছবি আঁকা যায়। কিন্তু ছবি আঁকার কথা মনে হলেই অনেক রঙের ঝলমলে একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠে। ছবি আঁকার জন্য রঙ এবং তুলিই প্রধান, এমনটি মনে হয়। তাই এবার রঙের সাথে আমরা পরিচিত হব।

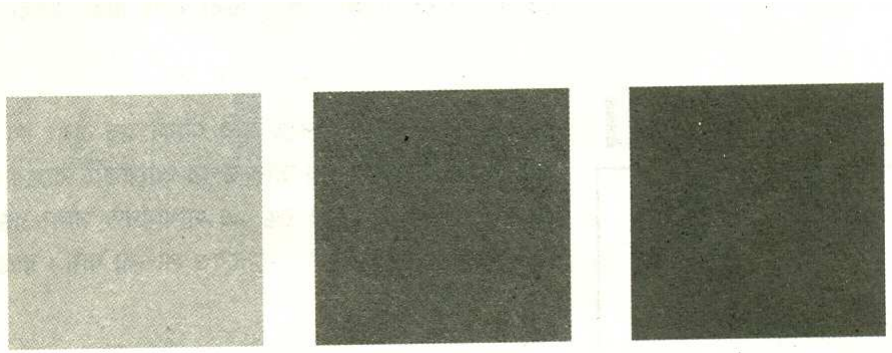

চিত্র ১৩: প্রাথমিক রং (সাদা কালো) (রঙিন চিত্রের নমুনা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে দ্রষ্টব্য)

প্রাথমিক রঙ

লাল, নীল ও হলুদ এ তিনটি রঙকে মূল রঙ বা প্রাথমিক রঙ বলে। কারণ এ রঙগুলো কোন মিশ্রিত রঙ নয়। এ প্রাথমিক রঙের মিশ্রণের ফলে অন্যান্য রঙের সৃষ্টি হয়েছে।

মাধ্যমিক রঙ

দুটি প্রাথমিক রঙের মিশ্রণের ফলে যে রঙ তৈরি হয় তাকে মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় স্তরের রঙ বলে। যেমন:

হলুদ + লাল = কমলা
হলুদ + নীল = সবুজ
লাল + নীল = বেগুণী

মাধ্যমিক রং এর রঙিন চিত্রের নমুনা পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় স্তরের রঙ

একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় স্তরের রঙের মিশ্রণের ফলে তৃতীয় স্তরের রঙ তৈরি হয়। এভাবে আমরা গোলাপী, কলাপাতা, ময়ুর কণ্ঠী ইত্যাদি রঙ পেয়ে থাকি।

নিরপেক্ষ রঙ

সাদা, কালো এবং সব রকমের ধূসর রঙকে নিরপেক্ষ রঙ বলে। সাদা রঙের ভেতর যেমন সব রঙের সমপরিমাণ উপস্থিতি আছে, কালোর ভেতর সব রঙের অনুপস্থিতি এবং ধূসর রঙের মধ্যে সব রঙের কম বেশি উপস্থিতি আছে।

জল রঙ

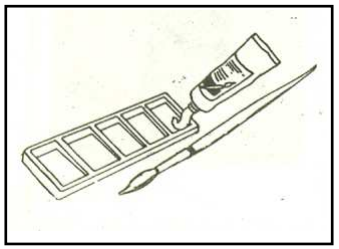

পানি মিশিয়ে যে রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং যে রঙ স্বচ্ছ তাকেই জল রঙ বলা হয়। জল রঙের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বচ্ছ। স্বচ্ছ রঙ হল একটি রঙ লাগাবার পর তার উপর আরেকটি রঙের প্রলেপ পড়লে নিচের রঙটি হারিয়ে যাবে না। আগের রঙ এবং পরের রঙ দুটোরই অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। জল রঙ -এ সাধারণত সাদা রঙ ব্যবহার হয় না। জল রঙ টিউবের ভিতরে পেস্ট হিসেবে পাওয়া যায়। বক্সের ভেতরে চারকোনা ও গোল কেক হিসেবেও পাওয়া যায়। রঙের দোকানে গুড়ো রঙ পাওয়া যায় তা পানিতে গুলিয়ে জল রঙের ছবি আঁকা যায়।

পোস্টার রঙ

জল রঙের মতো পোস্টার রঙও পানি দিয়ে গুলিয়ে ছবি আঁকা যায়। জল রঙের সাথে পোস্টার রঙের প্রধান পার্থক্য হল- পোস্টার রঙ অস্বচ্ছ। একটি রঙের উপর অন্য আরেকটি রঙের প্রলেপ দিলে নিচের রঙটি সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে যায়। আগের রঙের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। যতবার রঙ লাগানো দরকার লাগানো যায়। কাঁচের শিশিতে বা কৌটাতে পোস্টার রঙ পাওয়া যায়।

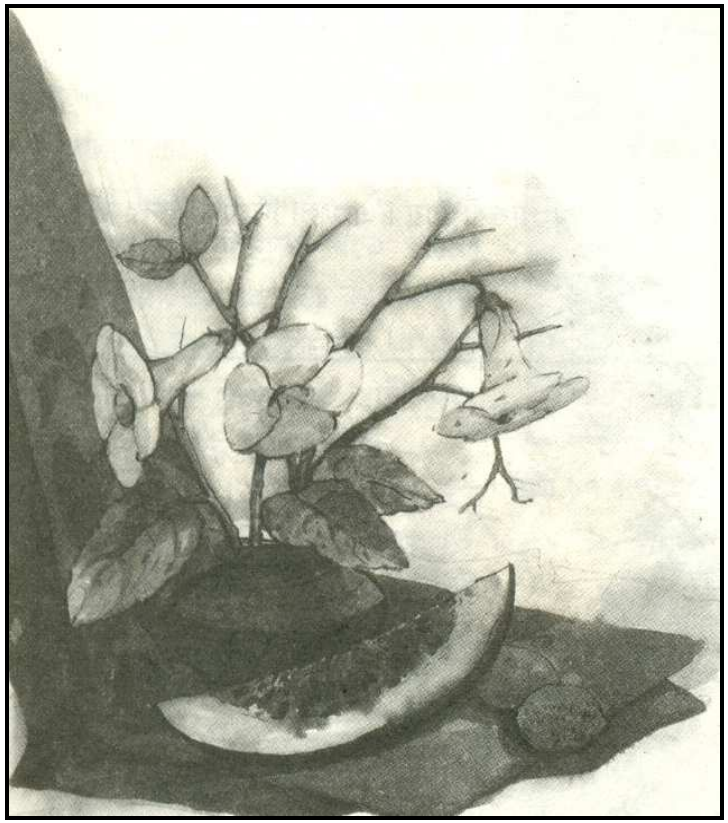

চিত্র ১৪: জল রঙে আঁকা ছবি (সাদা কালো)
(রঙিন চিত্রের নমুনা পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য)

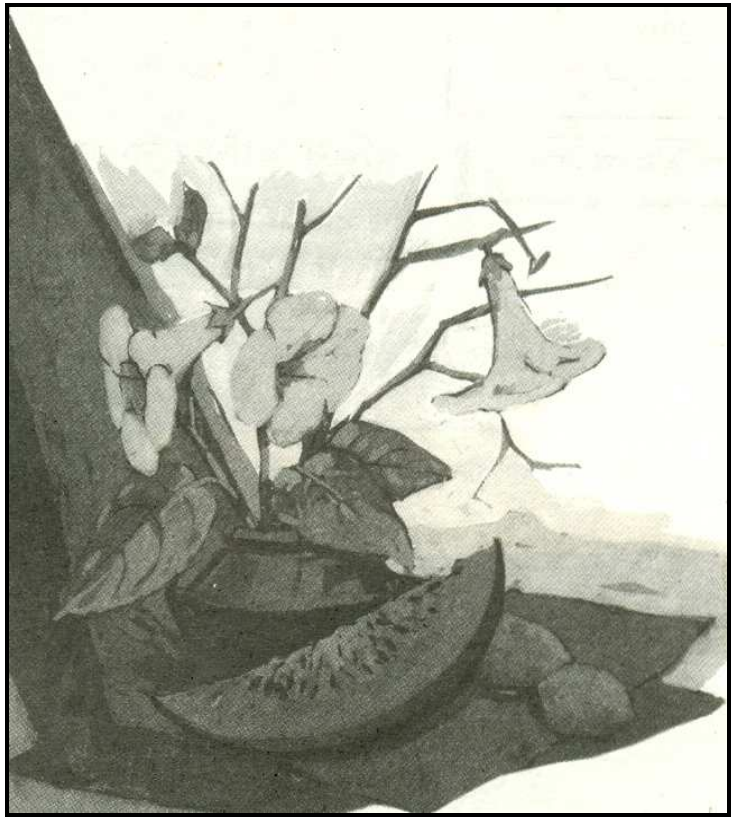

চিত্র ১৫: পোস্টার রঙে আঁকা ছবি (সাদা কালো)
(রঙিন চিত্রের নমুনা পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য)

ট্যাম্পেরা রঙ

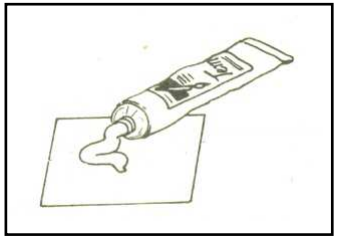

পোস্টার রঙের মতোই আরেকটি রঙ রয়েছে, তার নাম ট্যাম্পেরা রঙ। সাধারণত টিউবে পেস্ট হিসেবে পাওয়া যায়। এছাড়া ডিমের স্বচ্ছ পদার্থের সাথে গুড়ো রঙ মিশিয়ে ট্যাম্পেরা রঙ তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিকে 'এগ ট্যাম্পেরা' বলে। ট্যাম্পেরা রঙ কাগজ ছাড়াও কাপড়, কাঠ, হার্ডবোর্ডের উপরও আঁকা যায়। যতবার রঙ লাগানো দরকার লাগানো যায় এবং নিচের রঙ ঢেকে যায়। এই পদ্ধতির নাম গোয়াস পদ্ধতি।

রঙিন কলম

রঙিন মার্কিং কলম ও সাইন কলম

বিভিন্ন রঙের মোটা ও সরু মার্কিং কলম এবং সাইন কলম পাওয়া যায়। এগুলো দিয়েও সুন্দর ছবি আঁকা যায়। কাগজে ঘষে সরু-মোটা রেখা ব্যবহার করে রঙিন ছবি আঁকা সম্ভব।

চিত্র ১৬: রঙিন কলমে আঁকা ছবি (সাদা কালো) (রঙিন ছবির নমুনা পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য)।

প্যাস্টেল রঙ

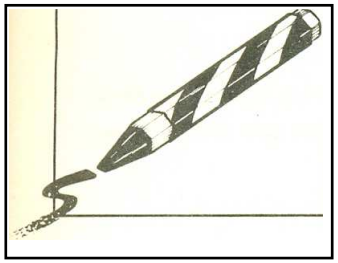

দুই ধরনের প্যাস্টেল রঙের কাঠি পাওয়া যায়। চক প্যাস্টেল ও মোম প্যাস্টেল। পেন্সিলে ড্রইং করার পর উভয় প্যাস্টেল রঙ-ই ঘষে ঘষে কাগজে লাগাতে হয়। প্যাস্টেলে ছবি আঁকার কাগজ একটু খসখসে হলে ভাল হয়। মাউন্ড বোর্ডের উল্টো দিকে, কাটিজ পেপারের খসখসে দিক এবং ক্রাউন পেপারে প্যাস্টেল রঙ দিয়ে ছবি আঁকলে সুন্দর হয়। চক প্যাস্টেলে আঙ্গুলের সাহায্যে ঘষে ছবি আঁকলেও দৃষ্টি নন্দন হয়। চক প্যাস্টেল যেহেতু নরম ও আঁকার পরে ছবি নাড়াচাড়ার কারণে ঝরে বা মুছে যেতে পারে। সে জন্য তরল ফিক্যাটিভ স্প্রে করে রঙকে স্থায়ী করে নিতে হয়। একইভাবে চারকোল বা কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকা ছবি স্প্রে করে স্থায়ী করে নিলে ছবি অনেকদিন সুন্দর থাকে।

চিত্র ১৭: প্যাস্টেল রঙে আঁকা ছবি (সাদা কালো) (রঙিন ছবির নমুনা পরিশিস্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য)

প্লাস্টিক রঙ

প্লাস্টিক রঙ সাধারণত দেয়াল, কাঠ, হার্ডবোর্ড, পারটেক্স ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হার্ডবোর্ড, গ্লাইউড বা পারটেক্স ও ব্যানার চিত্র অঙ্কনের কাজে এই রঙ বিশেষ উপযোগী। পানি দিয়ে গুলিয়ে কাজ করা যায়। এই রঙ তুলনামূলকভাবে সস্তা।

তেল রঙ

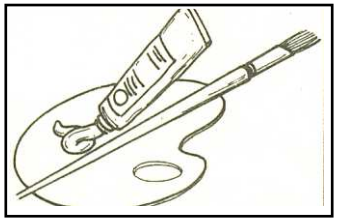

তেল রঙ সাধারণত টিউবে বা কৌটায় পেস্টের আঁকারে পাওয়া যায়। তিসি তেল ও তারপিন মিশিয়ে এ রঙ ছবিতে ব্যবহার করতে হয়। পানি মিশিয়ে নয়। তেল রঙের ছবি আঁকা হয় ক্যানভাসে, হার্ডবোর্ডে ও কাঠে। তবে বিশেষ ধরনের কাগজেও আঁকা যায়। রঙিন অক্সাইড পাউডারের সাথে তিসি তেল ও তারপিন তেল মিশিয়ে তেল রঙ তৈরি করা যায়। অক্সাইড

চিত্র ১৮: তেল রঙে আঁকা ছবি (সাদা কালো) (রঙিন ছবির নমুনা পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য)

পাউডার যে কোন রঙের দোকানে পাওয়া যায়। তেল রঙের ছবি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। যুগ যুগ ধরে এ মাধ্যমের ছবি টিকিয়ে রাখা সম্ভব। দেশ বিদেশের গ্যালারীতে (চিত্রশালা) হাজার বছরের পুরানো ছবি এখনো রঙের ঐজ্জ্বল্য নিয়ে টিকেআছে।

কাগজ

জল রঙে ছবি আঁকার উপযোগী কাগজের নাম 'হ্যান্ডমেইড' পেপার। পৃথিবীর অনেক দেশেই 'হ্যান্ডমেইড' পেপার তৈরি হয়। বর্তমানে আমাদের দেশেও হ্যান্ডমেইড পেপার তৈরি হচ্ছে। এছাড়া জল রঙে আঁকার জন্য কার্টিজ পেপার সহজলভ্য। দু'তিন রকম মোটা ও পাতলা কার্টিজ পেপার পাওয়া যায়। বেশি মসৃণ কাগজে জল রঙের ছবি আঁকা ভাল হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. হলুদ ও লাল মিলে কি রঙ হয়?
   ক. খয়েরী
   খ. কমলা
   গ. আকাশী
   ঘ. বেগুণী।

২. জল রঙের ছবি আঁকা হয়-
   ক. হার্ডবোর্ডে
   খ. কাগজে
   গ. ক্যানভাসে
   ঘ. কাপড়ে।

৩. সবচেয়ে নরম পেন্সিলের নাম্বার কত?
   ক. 2B
   খ. HB
   গ. 6B
   ঘ. B।

পাঠ ২.২

খেয়াল খুশী মতো ছবি আঁকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাবলম্বী হওয়ার গুরুত্ব ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্বাধীনভাবে কাজ করতে দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিশে- ষণ করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে পছন্দমতো সাজানোর ধারণা দিতে পারবেন।

স্বাধীনতা ও মর্যাদাবোধ

এই পাঠ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক পাঠ বলে ধরে নেয়া যায়। চকবোর্ডে আপনি নিজের ইচ্ছে মতো ছবি আঁকতে পারবেন। চার পার্শ্বের পরিবেশ থেকে যে কোন দৃশ্যের বা নক্সার ছবি আঁকার স্বাধীনতা রয়েছে আপনার। চকবোর্ডে গিয়ে ছকি আঁকতে আপনার জড়তা কেটে যাবে। মুক্তহস্তে (ফ্রি হ্যান্ডে) আঁকতে গিয়ে ড্রইং-এর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। চকবোর্ড ঘুরানো যাবে না বিধায় নিজের অবস্থান থেকে অঙ্কনে মনোনিবেশ করতে হবে। এ পাঠে বিষয়বস্তু নির্বাচনে আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এর সাথে মননশীলতা ও মর্যাদাবোধের প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে বলাচলে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে এই পাঠে।

বোঝার সুবিধার্থে কিছু নমুনা দেয়া গেল:

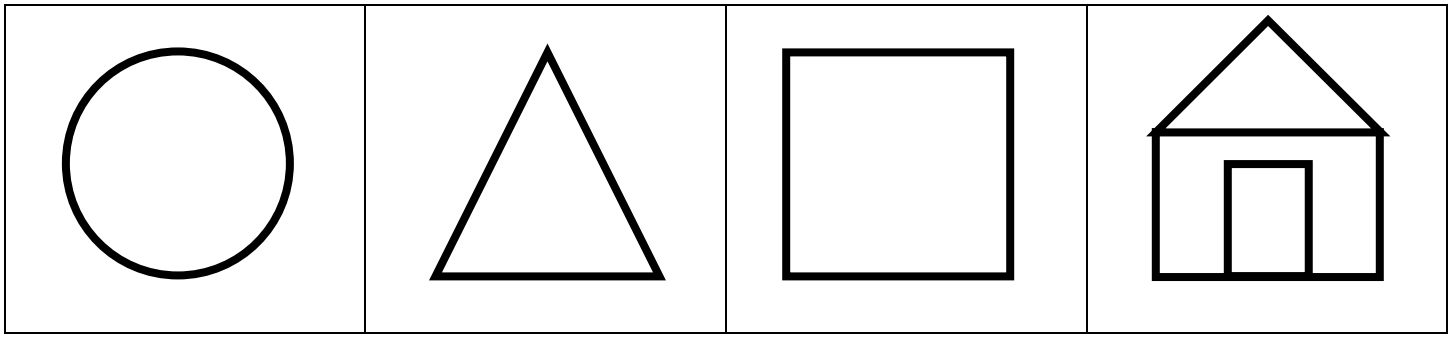

চিত্র ১৯: গোলাকার, তিনকোণা, চারকোণা ও ঘরের আকার

ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম: আদল বা আকৃতি ঠিক করে নিয়ে মূল ড্রইং করা অনেক সহজ। গোলাকার তিন কোনা ও চারকোনা ঘরের যে কোন একটি আকৃতির সঙ্গে আমাদের আশেপাশের প্রায় সব জিনিসের গঠন বা চেহারা মিলে যায়।

পাঠ ২.৩ বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি আঁকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে পারবেন;
- শিল্পীর আঁকা এবং ক্যামেরায় তোলা ছবির পার্থক্য বলতে পারবেন।

ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রকার ফুল, ফল, পাতা, পট, ঘর, মাছ, হাস, গাছ ইত্যাদি আঁকার নিয়ম জেনেছি। এবারে পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকার পদ্ধতি জানবো।

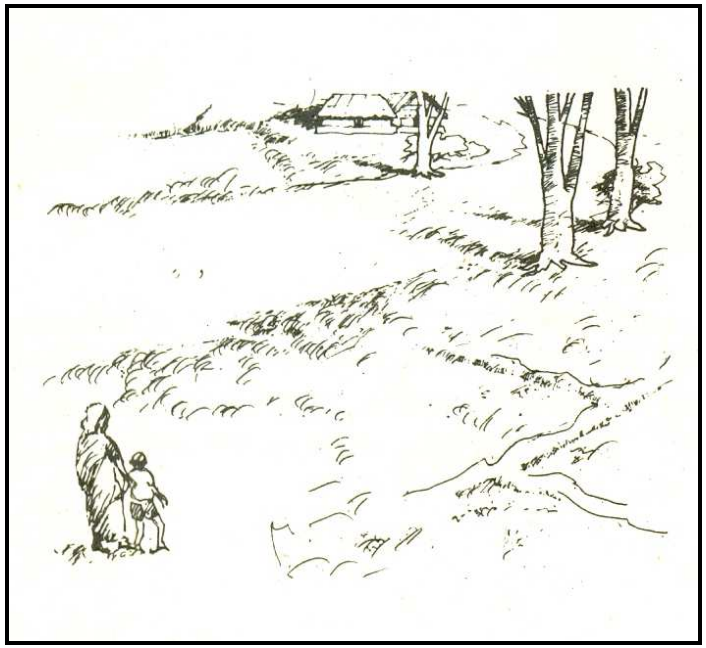

চিত্র ২০ (ক)

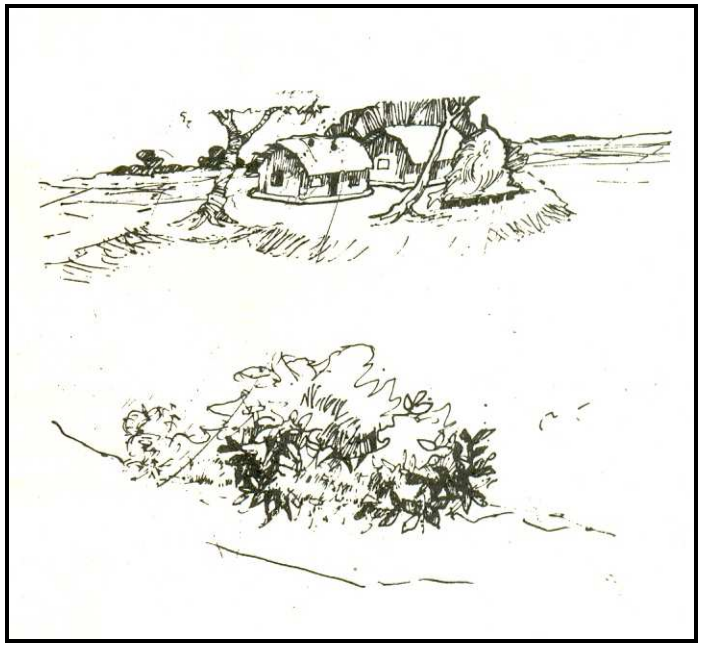

চিত্র ২০ (খ)

চিত্র ২১(ক)

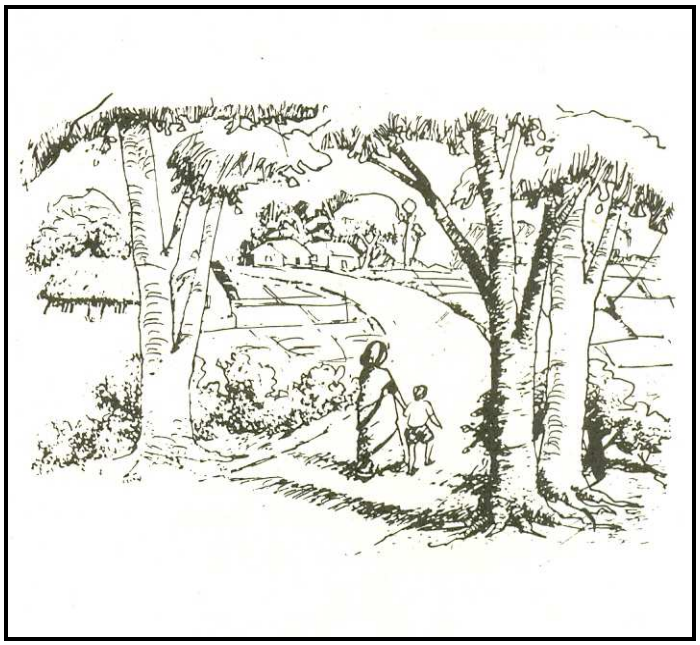

চিত্র ২১(খ)

চিত্র ২১: কম্পোজিশনের ছবি

উপরে দুইটি বিষয় দু'ভাবে সাজানো হয়েছে। ২ নং বিষয় ভালোভাবে সাজানো হয়েছে। ১ নং বিষয় কম্পোজিশনের দিক থেকে সুন্দর নয়। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে বাস্তবধর্মী ছবি আঁকতে গিয়ে সরাসরি প্রকৃতি থেকে বিষয়বস্তু নিলেও আমাদের সুবিধামতো যে কোন গাছ বা ঘর অথবা অন্য কিছু ছবিতে রাখবো কিনা তা নির্ভর করছে কম্পোজিশনের উপর। সাধারণভাবে ক্যামেরা ও শিল্পীর আঁকা ছবির মধ্যে পার্থক্য হলো - ক্যামেরা কোন কিছু বাদ বা যোগ করতে পারে না, কিন্তু শিল্পী ইচ্ছে করলে যোগ বা বাদ দিয়ে দৃশ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারেন।

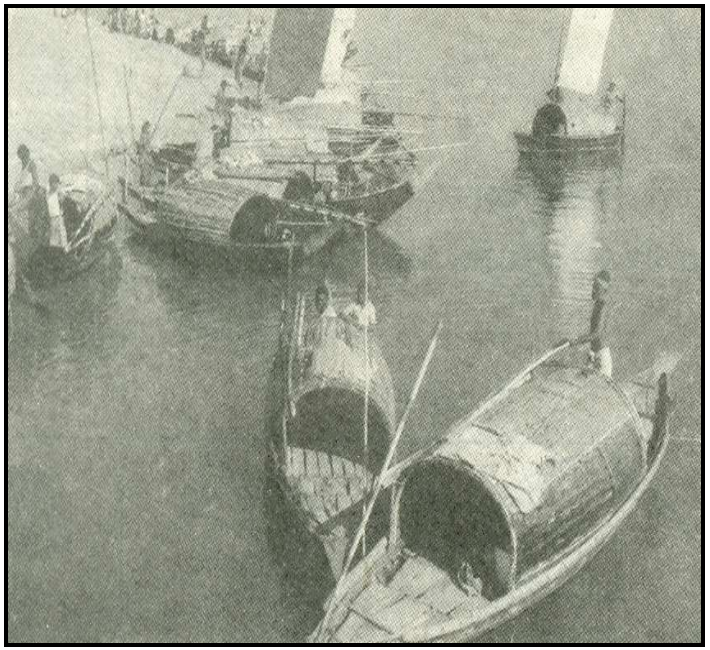

চিত্র ২২: ক্যামেরায় তোলা ছবি (সাদা কালো)
(রঙিন নমুনা ছবি পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য)

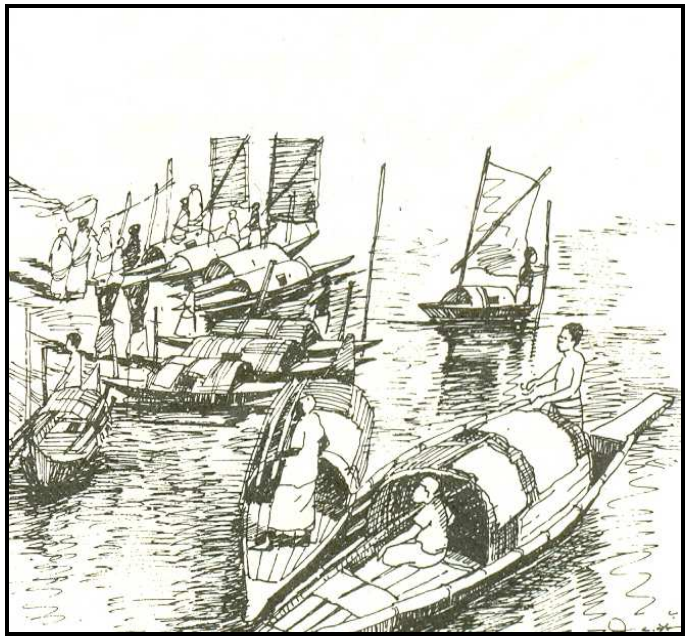

চিত্র ২৩: হাতে আঁকা ছবি (সাদা কালো)

এই পাঠে যেহেতু শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তাই এখানে পাঠোত্তর মূল্যায়ন দেয়া হলো না। এখানে ব্যবহারিক দিকটাকেই প্রাধান্য দেয়া হলো। তাই এ পাঠে দেয়া বিভিন্ন ড্রইং এর নিয়মাবলীর সাথে মিল রেখে আরো বিভিন্ন একক বিষয় অনুশীলন করা যেতে পারে।

পাঠ ২.৪

মুক্তহস্তে অঙ্কন: ফুল, লতা, পাতা,পাখি, মাছ, রেখা ও রঙের মাধ্যমে অঙ্কন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- নতুন নক্সা অঙ্কনে বাস্তব জ্ঞান লাভের সহায়তা করতে পারবেন এবং
- কিভাবে ছবিতে রঙ করা যায় সে বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে পারবেন।

মুক্তহস্তে অঙ্কন

ফুল, পাতা অঙ্কন

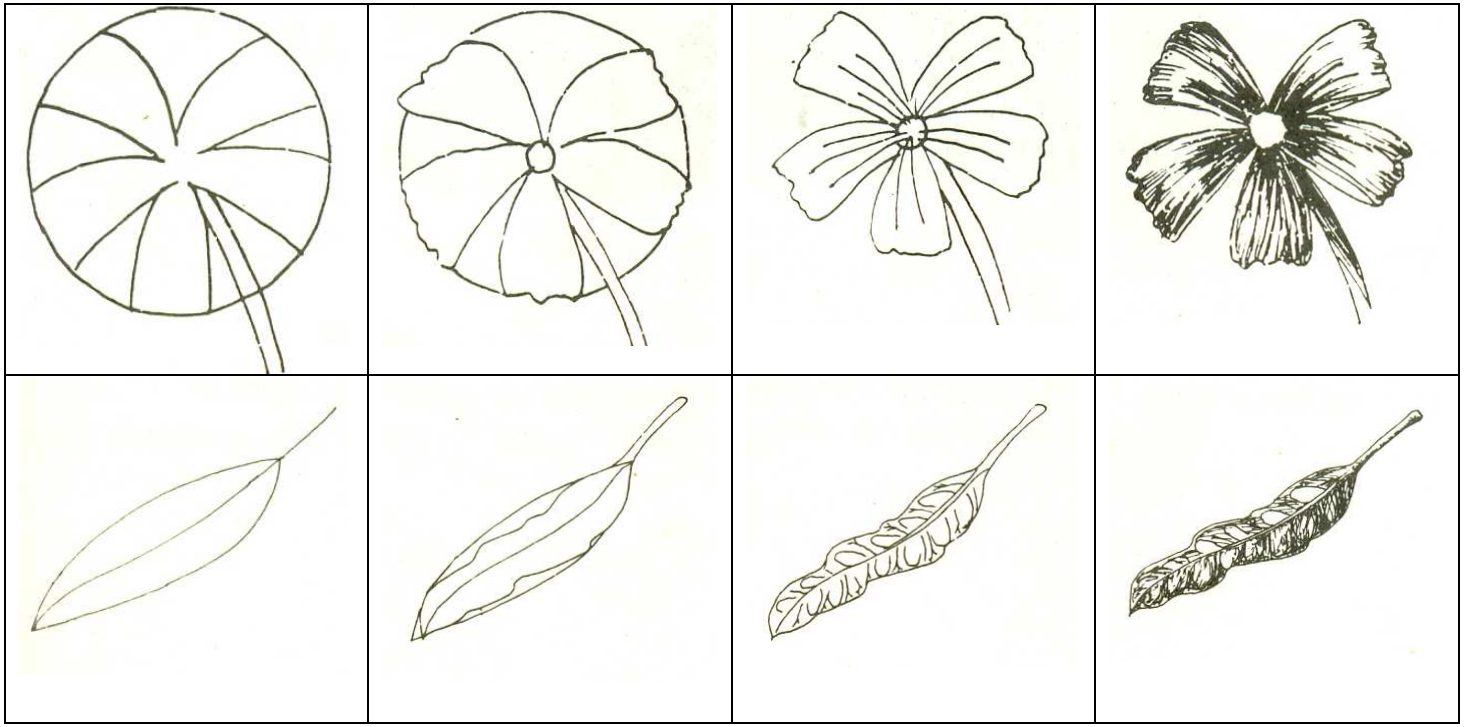

পাখি, মাছ, আতা অঙ্কন

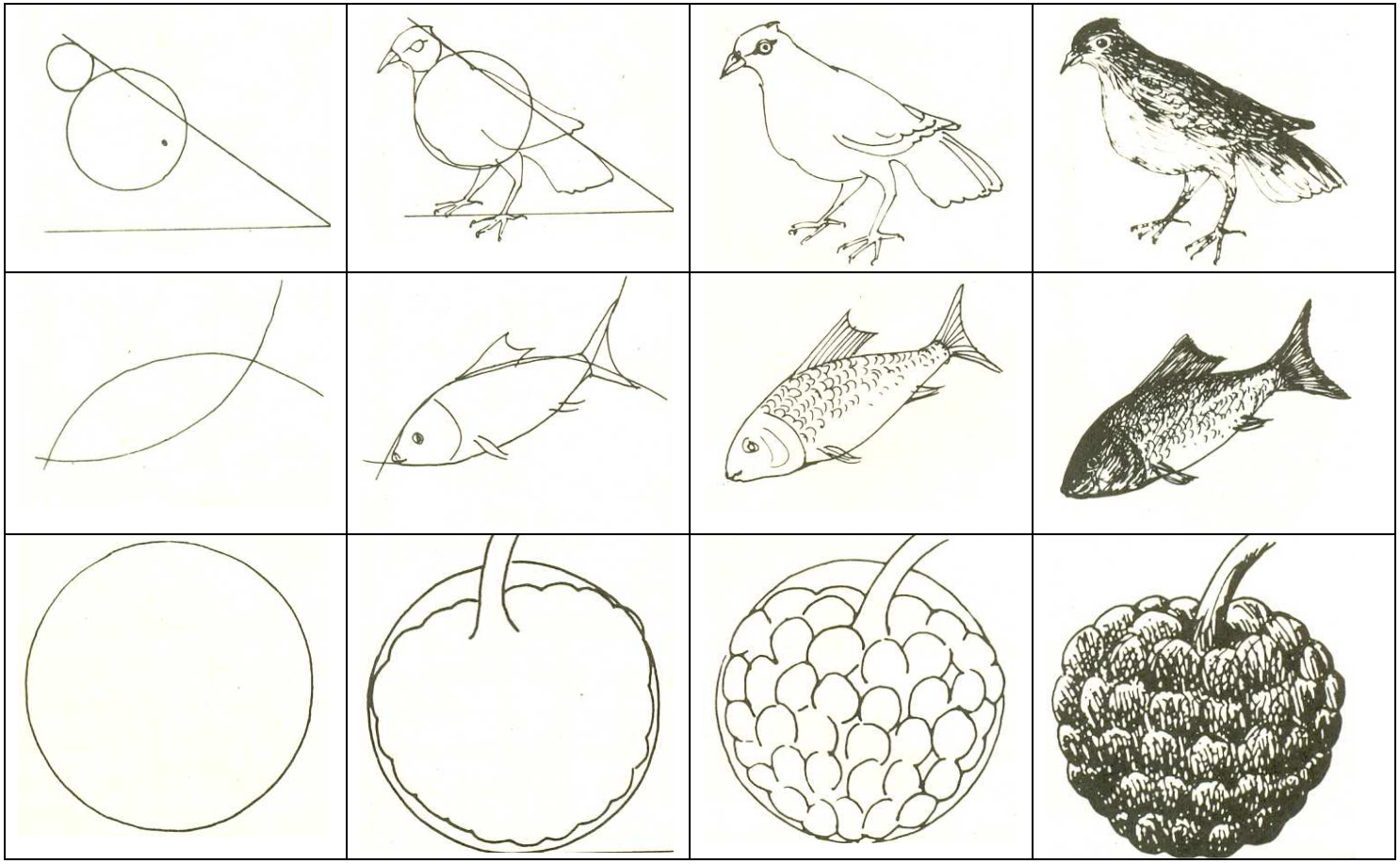

চিত্র ২৪

পেপে, কলা, গ-াস অঙ্কন

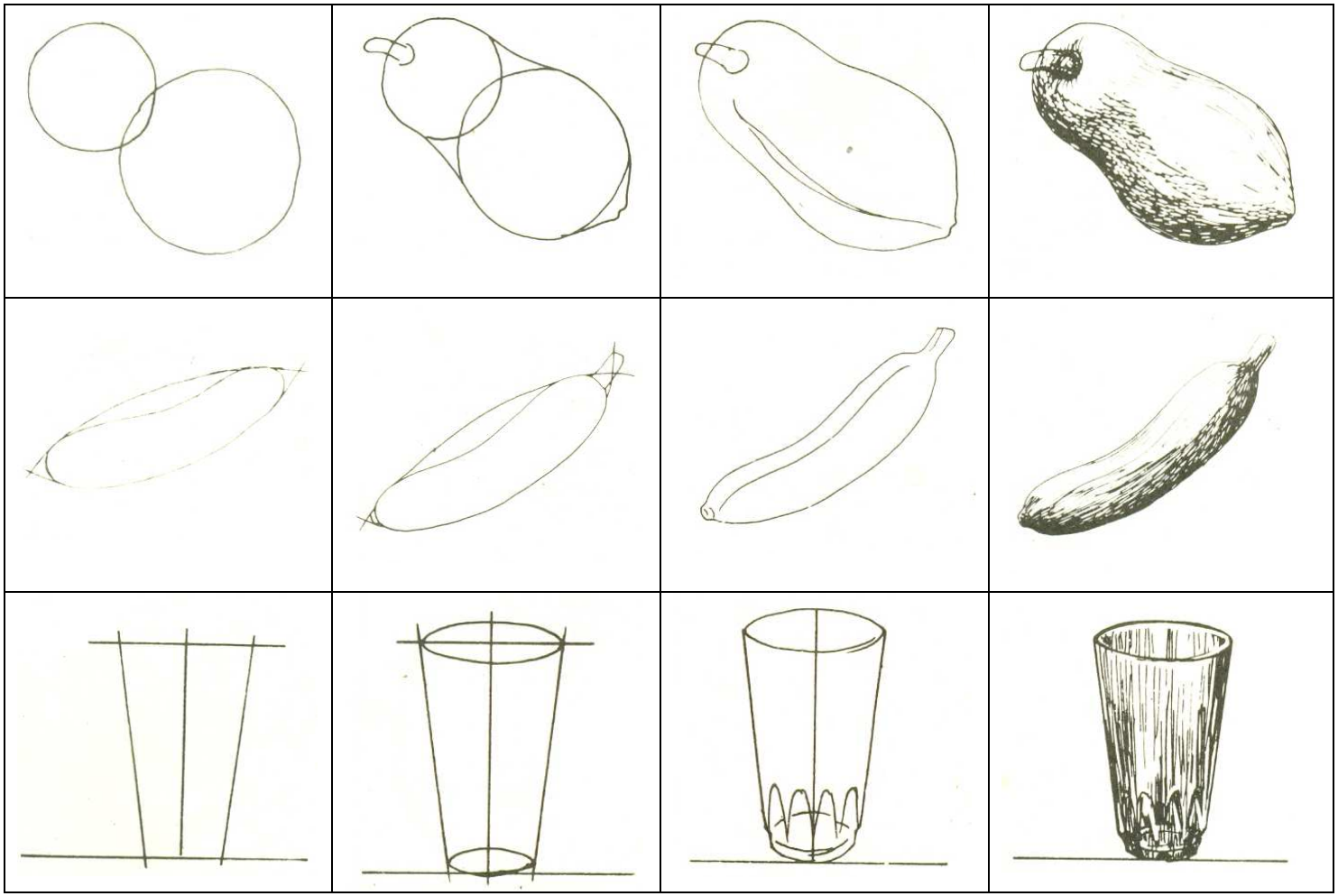

জগ ও কলস অঙ্কন

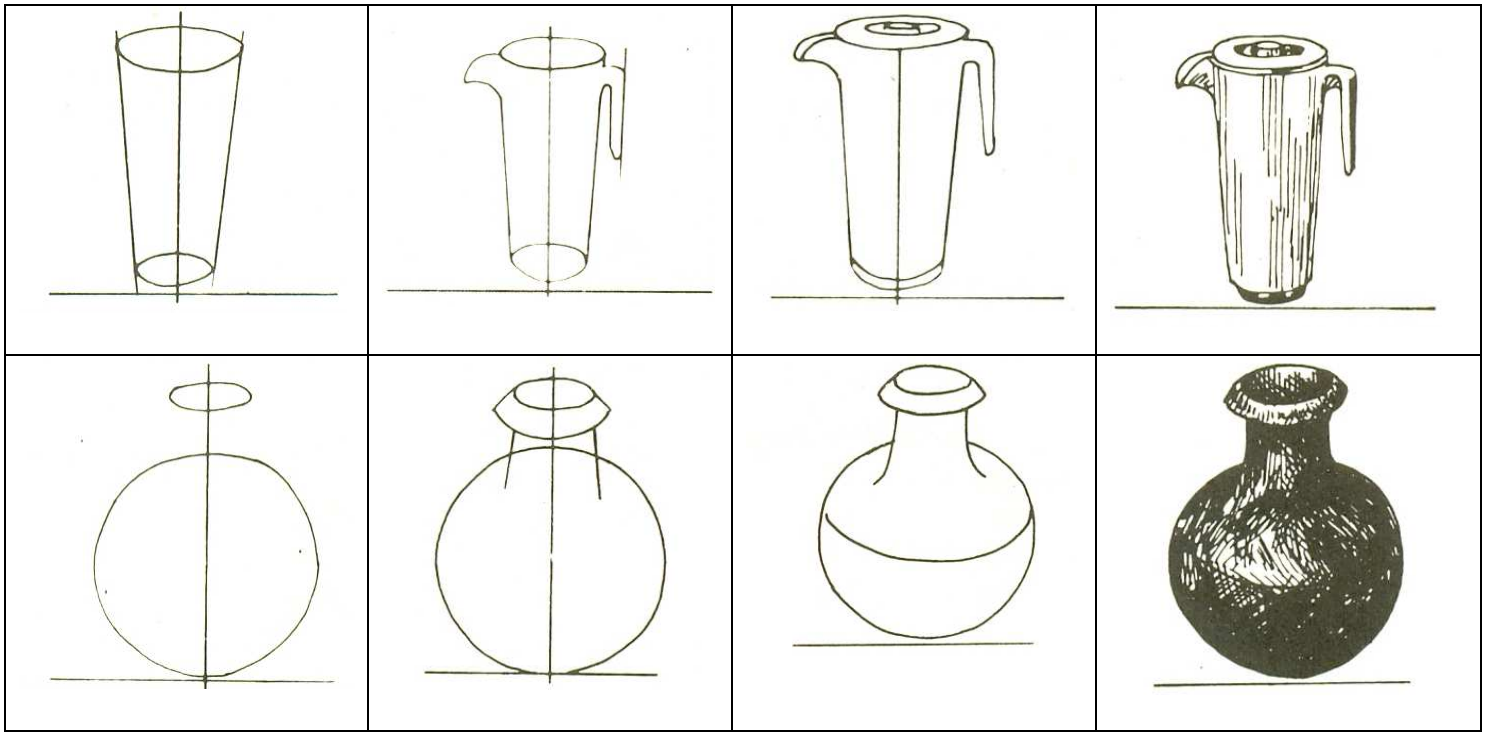

চিত্র ২৫

ছবি রঙ করা

কিভাবে ড্রইং করতে হয়, বিষয়বস্তু সাজাতে হয়, রঙের শ্রেণী বিন্যাস করতে এবং কিভাবে এক রঙ থেকে অন্য রঙ তৈরি করতে হয় জেনেছি। এবার জানবো কিভাবে রঙ করা যায়। রঙকে ছবির প্রাণ বুঝায়। যে বিষয়ে ছবি আঁকা হবে তার রঙ খুব ভালো ভাবে লক্ষ্য করতে হবে। লাল রঙের ফুল লাল রঙ লাগালেই হয় না। আলো ছায়ার জন্য এবং আশে পাশের অন্যান্য রঙের আভা বা প্রতিফলনে রঙের অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন বা তারতম্য ভালভাবে বুঝে নিয়ে এবং অনুভব করে তারপর লাল রং লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে লাল এর পাশে যদি সবুজ গাছ থাকে তার প্রতিফলন হবে অথবা নীল আকাশ থাকলে তারও প্রতিফলন হবে আলোর প্রখরতার জন্যও রঙের তারতম্য ঘটবে। তাই ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের পরই ছবিতে রং লাগাতে হবে। প্রকৃতিতে আমরা সাধারণভাবে দেখি সবুজ ও শ্যামল গাছপালা। কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সবুজের কত রকম প্রকারভেদ। উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ আভাযুক্ত সবুজ, লাল মেশানো, নীল মেশানো সবুজ, খয়েরী মেশানো আরো অনেক রঙ। সুতরাং গাছ এঁকে সবুজ রঙ লাগালেই গাছ আঁকা হলো না। যে ধরনের সবুজ ঠিক সেই ধরনের রঙ লাগাতে হবে। তবেই ছবি হবে প্রাণবন্ত। রঙের হেরফের হলে মনে হবে ছবি প্রাণহীন হয়েছে। সাধারণ মানুষের দেখা এবং শিল্পীর দেখার মধ্যে এখানেই পার্থক্য। ছবি আঁকার জন্য কোন রঙ ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে বিভিন্ন রং এর আলোচনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। যে কোন রঙ ব্যবহারের নিয়ম দু'চার দিন অভ্যাস করে রপ্ত করে নিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. রঙকে ছবির কি বোঝায়?
   ক. অলংকার
   খ. প্রাণ
   গ. পরিধি
   ঘ. মান।

২. আলো-ছায়ার কম-বেশির জন্য রঙের কি হয়?
   ক. পাকা
   খ. কম
   গ. বৃদ্ধি
   ঘ. পরিবর্তন।

পাঠ ২.৫

সরল রেখা, বক্র রেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদির সাহায্যে নক্সা অঙ্কন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নক্সার যথাযথ ব্যবহারের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- নক্সার সার্থক ব্যবহার হয়েছে, এ ধরনের কারুশিল্পের নাম উলে- খ করতে পারবেন এবং
- জ্যামিতিক ফর্ম ব্যবহার করে নক্সা তৈরির কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

নক্সা অঙ্কন

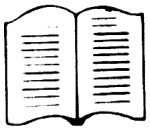

নক্সা বা ডিজাইন শব্দের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। মানব জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নক্সা বা ডিজাইন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শব্দটির অর্থ ব্যাপক ও বিস্তৃত। আমরা এখানে সাধারণভাবে নক্সার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোকপাত করবো।

নক্সার ব্যবহার সর্বত্রই। বাংলাদেশের কারুশিল্পে সমধিক নক্সার ব্যবহার। অনেক নক্সা লোকশিল্পে রূপান্তরিত হয়ে নকশী কাঁথা, জামদানী, টাঙ্গাইল শাড়ী, কাতান, বেনারসী, জায়নামাজ, বালিশের কভার ইত্যাদিতে রয়েছে। তেমনি রয়েছে কাঠের কাজে। খাট, পালং, দরজা, বাক্স, কাঠের সিন্দুক, পালকি, নৌকা, পিড়ী ইত্যাদির মধ্যেও নক্সার সার্থক ব্যবহার। এছাড়া কাঠের রিলিফ কাজে, মাটির রিলিফ কাজে, মৃৎ পাত্রে, কাঠের পুতুল, হাতী, ঘোড়া, মাটির পুতুল, সখের হাঁড়ি, কাঁসা, পিতলের তৈজস পাত্র, ফুলদানী, অলংকার রাখার পাত্র, সোনার রূপার অলংকারসহ নানা রকম ব্যবহারিক দ্রব্যে নক্সা বা ডিজাইনের ব্যবহার হয়ে আসছে।

সরল রেখা, বক্ররেখা, বৃত্ত, চতুর্ভুজ ইত্যাদির সাহায্যে ইসলামিক শিল্পকলা নক্সার উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলো ইসলামিক স্থাপত্যে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সমজিদ ও ইমারত তৈরিতে নক্সার ব্যবহার রয়েছে।

আজকাল যে কোন অনুষ্ঠানের কথা বললেই সে অনুষ্ঠানে সজ্জার বিষয়টিও এসে যায়। যেমন- জন্মদিন, বিয়ে, ঈদ, পূজাসহ যে কোন আনন্দ অনুষ্ঠান। 'আল্পনা' বাংলাদেশের লোক শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। ফুল, পাতা, মাছ, পাখি জ্যামিতিক প্যাটার্নের মিলিত রূপে আল্পনা আঁকা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরীতে রাস্তায় আল্পনা এঁকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

নক্সা

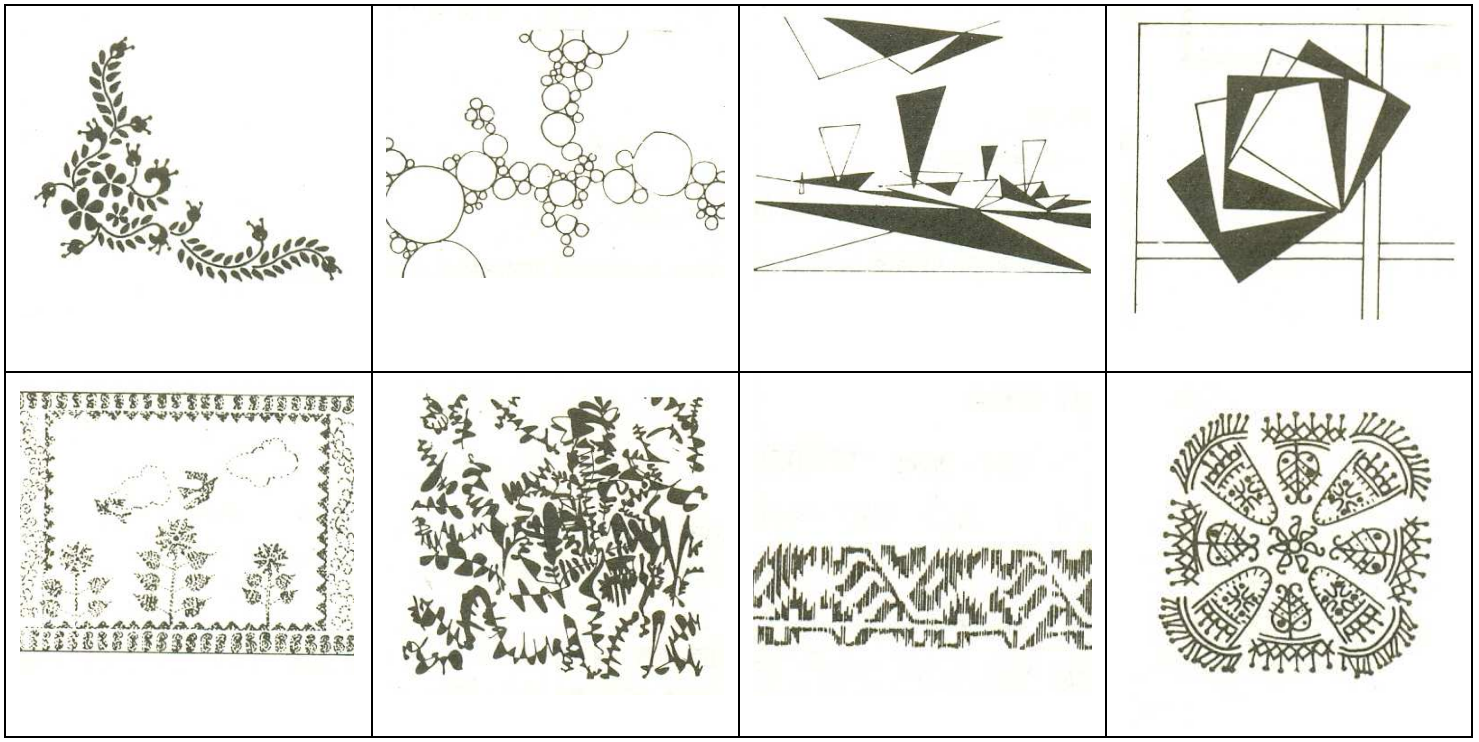

চিত্র ২৬: রেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ দিয়ে নক্সা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. নক্সা দিয়ে যে কোন বস্তুর কি বৃদ্ধি করে?
   ক. স্থায়িত্ব
   খ. গুণাগুণ
   গ. রঙ
   ঘ. সৌন্দর্য।

২. ইসলামিক স্থাপত্যে কোন ধরনের নক্সা বেশি ব্যবহার হয়েছে?
   ক. আধুনিক প্যাটার্ন
   খ. মোঘল প্যাটার্ন
   গ. জ্যামিতিক প্যাটার্ন
   ঘ. আদিম যুগের প্যাটার্ন।

৩. একুশের প্রভাত ফেরীতে, রাস্তায় কি আঁকা হয়?
   ক. ব্যাঙ্গচিত্র
   খ. আল্পনা
   গ. তেলচিত্র
   ঘ. প্রাকৃতিক দৃশ্য।

পাঠ ২.৬ সুন্দর হাতের লেখা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হাতের লেখার কৌশল জেনে সুন্দর হাতের লেখা লিখতে পারবেন;
- সুন্দর হাতের লেখার প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রগুলো নির্ণয় করতে পারবেন এবং
- হাতের লেখার নমুনা দেখে সুন্দর হাতের লেখা অনুকরণ করতে পারবেন।

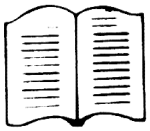

সুন্দর হাতের লেখা একটি বিশেষ গুণ। যে কোন বিষয়বস্তু সুন্দর করে লেখলে তা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এজন্য প্রয়োজন সুন্দর হাতের লেখা অনুকরণ করা। বাংলাসহ যে কোন বর্ণমালা সুন্দর লেখার শিক্ষাগ্রহণ শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য। সুন্দর শৈল্পিক অক্ষর বিন্যাস শেখার আগে বর্ণমালার মূল রূপগুলো ভালভাবে আয়ত্ব করা প্রয়োজন। সুন্দর হাতের লেখার জন্য অক্ষরগুলি একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে রাখতে হবে। সোজা বা বাঁকা যে কোন একটি ঢঙে। নির্দিষ্ট দুই লাইনের মাঝে দূরত্ব সমান ও সোজা হবে। অক্ষরগুলো পরস্পর সমান এবং শব্দাবলীর মাঝে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে হবে। লেখার কলম অক্ষরের কাঠামো অনুযায়ী মোটা ও চিকন হতে হয়।

হাতের লেখা

হস্তলিপি বা হাতের লেখা একটি শিল্পকর্ম। ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে লেখালেখির কাজ হাতের লেখা দিয়েই হত। রাজা-বাদশার ফরমানজারী দলিল-দস্তাবেজ, পুঁথিলেখা, বইলেখা,ধর্মগ্রন্থ লেখা এসবই হস্তলেখা বিষারদদের দ্বারা সম্পূর্ণ হত। সারা পৃথিবীতে সুন্দর আরবি হস্তলিপির কোরআন শরীফ রয়েছে। আরবি হস্তলিপিতে ইসলামের অনেক মর্মবাণী রয়েছে। ইসলামে এটাকে বিশেষ চিত্রকলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যাকে বলা হয় ক্যালিওগ্রাফি। যারা এই সুন্দর হাতের লেখার অধিকারী তাদেরকে ক্যালিগ্রাফার বলা হয়। মুগল ও পারশিক চিত্র কলায় অনেক ক্যালিগ্রাফার শিল্পী লেখাকে গাছপালা জীবজন্তু, ফুলপাখি ইত্যাদিতে রূপ দিয়েছে। পাথরের গায়ে খোদাই করা কিছু ক্যালিগ্রাফি বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে।

সুন্দর হাতের লেখা বা ক্যালিগ্রাফির গুরুত্ব সর্বকালেই রয়েছে। এখনো দলিলাদি হাতে লেখা হয়। মানপত্র লেখার জন্য সুন্দর হাতের লেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া বিয়ে, জন্মদিন আনন্দ অনুষ্ঠানসহ অনেক নিমন্ত্রণপত্র হাতে লেখা হয়।

আমাদের দেশের অনেকেরই হাতের লেখা খুব সুন্দর। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা সুন্দর। তিনি লেখার সময় যে কাটাকাটি করতেন সেগুলো অনেক সময় চিত্রের রূপ ধারণ করতো। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের হাতের লেখাও সুন্দর। তাঁর লেখা অনেকে অনুকরণ করে। এছাড়া আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে অনেকের হাতের লেখা অতুলনীয়। শিল্পী কামরুল হাসান, কাইয়ূম চৌধুরী, গোলাম

সারোয়ার এর হাতের লেখা সবার কাছেই পরিচিত। শিল্পী আবদুর রউফ বাংলাদেশের সংবিধান গ্রন্থের লিপিকার। সংবিধান গ্রন্থটি ক্যালিগ্রাফি নক্সা অঙ্কন এর জন্য একটি উলে- খযোগ্য শৈল্পিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অথবা প্রচারের জন্য হস্তলেখার পদ্ধতি জানবো। এই হস্তলেখা পদ্ধতির জন্য খুব ভালভাবে বিভিন্ন অক্ষরের গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করতে হবে। অক্ষরের শিল্পরূপ রপ্ত করতে হবে। কিছুদিন নিয়মিত অনুকরণ ও অনুশীলন করতে হবে। তারপর নিজের চিন্তা চেতনার দ্বারা আরো নতুন রূপের অক্ষর সংযোজন করা যাবে।

শিল্পীরা অনেক চেষ্টা করে অক্ষরের নতুন রূপ করেছেন। অতীতের হাতের লেখা থেকে বর্তমানে কম্পিটারের ডিস্কের প্রোগ্রামে যে লেখা পাওয়া যাবে তাও শিল্পীরাই নতুন রূপ দিয়েছেন।

তাই প্রচারের জন্য পোস্টার, হোডিং, টেলিভিশন টেলপ, সিনেমা পাইড, বই পুস্তকের প্রচ্ছদ, খবরের কাগজে, সাইন বোর্ডে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লেখার প্রয়োজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. রঙ হলো ছবির-
ক. কাঠামো
খ. প্রাণ
গ. ড্রইং
ঘ. নক্সা।

২. বাংলাদেশের লোকশিল্পের নিদর্শন-
ক. জামদানী
খ. তেলচিত্র
গ. পোস্টার চিত্র
ঘ. জলরঙ।

৩. সুন্দর হাতের লেখা যারা লেখেন তারা-
ক. ফটোগ্রাফার
খ. ক্লালিগ্রাফার
গ. ইলেকট্রেমেকার
ঘ. ডিজাইনার।

আ) সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন

১. রঙের মাধ্যমে কিভাবে একটি দৃশ্য ফুটে উঠে বর্ণনা করুন।
২. ত্রিভুজ, বক্ররেখা ও লতা পাতার সাহায্যে একটি নক্সা অঙ্কন করুন।
৩. বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি বাক্যটি নক্সা সহকারে লিখুন।